করোনা সংক্রমণ রোধে নতুন পথ দেখাল সুপার কম্পিউটার

করোনাভাইরাস (কভিড-১৯) বিজ্ঞানীদের জন্য এক অভাবনীয় চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করেছে। ভাইরাসটি দ্রুতগতিতে সংক্রমণের সক্ষমতা পুরো বিশ্বকে এক অস্থিতিশীল পরিস্থিতিতে ঠেলে দিয়েছে।

সংক্রমণ রোধে হাত ধোঁয়া, মাস্ক পরা, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখাসহ নানা পদক্ষেপ অনুসরণের আহ্বান জানিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, খুব শিগগিরই এর কোনো টিকা আবিষ্কারের সম্ভাবনা নেই।

এর মধ্যে আশা জোগালো বিশ্বের দ্রুততম সুপার কম্পিউটার। শুক্রবার সিএনএনের এক প্রতিবেদন বলা হয়েছে, করোনা সংক্রমণ রোধে সক্ষম এমন ৭৭টি রাসায়নিক পদার্থ চিহ্নিত করেছে সুপার কম্পিউটারটি। কম্পিউটার হার্ডওয়্যার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান আইবিএম’র আইবিএম সুপার কম্পিউটার সামিট। এটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন একটি কম্পিউটার। এই বুদ্ধিমত্তা কাজে লাগিয়ে হাজার হাজার ওষুধ বিশ্লেষণ করে এসব পদার্থ শনাক্ত করেছে কম্পিউটারটি।

টিকা তৈরির পথে এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। ওক ন্যাশনাল ল্যাবরেটরির গবেষকরা ক্যামআরভিক্স সাময়িকীতে সুপার কম্পিউটারের এই আবিষ্কারের কথা প্রকাশ করেছেন। সামিট তৈরি করার মূল লক্ষ্যই ছিল বিশ্বের জটিল সমস্যার সমাধান করা। ২০১৪ সালে মার্কিন জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের ব্যবহারের অনুমোদন দিয়েছিল।

সিএনএন জানায়, সামিটে রয়েছে ২০০ পেটাফ্লপস। যার মানে, এটি প্রতি সেকেন্ডে ২০০ কোয়াড্রিলিয়ন হিসাব সম্পন্ন করতে পারে। বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী ল্যাপটপের তুলনায় এটি ১০ লাখ গুণ বেশি দ্রুত কাজ সম্পন্ন করতে পারে। বর্তমানে সামিট রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের টেনিসি অঙ্গরাজ্যে অবস্থিত ওক রিজ ন্যাশনাল ল্যাবরেটরিতে। করোনাভাইরাস মানুষের দেহের কোষগুলোকে জেনেটিক পদার্থ দিয়ে তৈরি ‘স্পাইক’ দিয়ে আক্রমণ করে আক্রান্ত করে।

সামিটের কাজ ছিল ওই স্পাইককে আটকে দিতে সক্ষম এমন পদার্থ খুঁজে

বের করা। যাতে ভাইরাসটির সংক্রমণ রোধ করা যায়।

জানুয়ারিতে চীনা বিজ্ঞানীরা ভাইরাসটির জিনোম ক্রম প্রকাশ করে। ওই গবেষণার ওপর ভিত্তি করে ওক রিজ ল্যাবরেটরির গবেষক মাইকোলাস স্মিথ ভাইরাসটির স্পাইকের একটি নমুনা তৈরি করেন।

সামিটের সাহায্যে তিনি নানা পরীক্ষা চালিয়ে দেখেন যে, ভাইরাসটি বিভিন্ন পদার্থের ক্ষেত্রে কিরকম প্রতিক্রিয়া দেখায়। এরকম ৮০০০ পদার্থের সিমুলেশন চালায় সামিট। সেখান থেকে ৭৭টি পদার্থকে ভাইরাসটির বিরুদ্ধে সক্ষম হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ওক রিজের গবেষণা দলটি জানিয়েছে, তারা সামিটের সাহায্যে আরো নিখুঁত মডেল দিয়ে ফের পরীক্ষা চালাবে। কেবল রাসায়নিক পদার্থ চিহ্নিত করাই ভাইরাসটির সংক্রমণ থামাতে সক্ষম নয়।

পরবর্তী পদক্ষেপ হচ্ছে পরীক্ষামূলক গবেষণা চালিয়ে সবচেয়ে কার্যকরী পদার্থগুলো খুঁজে বের করা। ওক রিজ ন্যাশনাল ল্যাবরেটরি সেন্টার ফর মলিউকুলার বায়োফিজিক্সের পরিচালক জেরেমি স্মিথ জানান, আমরা করোনাভাইরাসের কোনো টিকা বা চিকিৎসা পাইনি। তবে এই তথ্যগুলো ভবিষ্যৎ গবেষণায় কাজে লাগবে। টিকা তৈরির পথে এ তথ্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

সুত্র-যুগান্তর

করোনাভাইরাসে আশাজাগানিয়া খবর

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসে এখন পর্যন্ত কার্যকর কোনো ওষুধ তৈরির ঘোষণা দিতে পারেনি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। এ কারণে বিশ্বের সব প্রান্তের মানুষের কপালে চিন্তার ভাজ।

এই পরিস্থিতিতেও আশাজাগানিয়া খবর নিয়ে এসেছে জাপানের একটি ওষুধ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান। জাপানের একটি ওষুধ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানের ইনফ্লুয়েঞ্জার ওষুধ করোনার চিকিৎসায় কার্যকর বলে জানা গেছে। বিশ্বের কনিষ্ঠতম কোভিড-১৯ রোগীও ‘সুস্থ হয়ে উঠছেন’। ইরানে ১০৩ বছর বয়স্ক এক লোক করোনা আক্রান্ত হওয়ার পর

সুস্থ হয়ে উঠেছেন। এর আগে ৯৫ বছর বয়সী এক ব্যক্তিও সুস্থ হয়ে ওঠেন।

এদিকে কিউবাও দাবি করেছে যে, তারা করোনাভাইরাসের ওষুধ তৈরি করে ফেলেছে। এই ওষুধ শিগগিরই অন্যান্য দেশেও রফতানি করার কথা বলছে দেশটি।

অন্যদিকে চীন করোনার চিকিৎসায় নির্মিত শেষ অস্থায়ী হাসপাতাল বন্ধ করে দিয়েছে। বৈশ্বিক মহামারীর রূপ নেয়া নভেল করোনাভাইরাসে যখন দেশ দেশে মৃত্যুর মিছিল বাড়ছে, তখন এমন কিছু টুকরো টুকরো ভালো খবর স্বস্তিকরই বটে।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ডেইলি মিরর করোনাভাইরাস নিয়ে তুলে ধরেছে কয়েকটি ইতিবাচক খবর-

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার পর সেরে উঠেছেন ৮৫ হাজার মানুষ।

করোনাভাইরাসের উৎসস্থল চীনে করোনায় আক্রান্ত হওয়ার পর সুস্থ হয়ে উঠেছেন ৭০ হাজারের বেশি মানুষ। বুধবার পর্যন্ত করোনার উৎপত্তিস্থল হুবেইপ্রদেশে উহান শহরে স্থানীয় কারও আক্রান্তের খবর পাওয়া যায়নি।

এ ছাড়া ইউরোপের দেশ ইতালিতে একদিনে করোনায় মৃত্যুর সংখ্যা বাড়লেও নতুন করে আক্রান্তের সংখ্যা কমে আসছে।

নেদারল্যান্ডসের রটারড্যাম ও উটারশেট বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা দাবি করছেন, তারা এমন একটি অ্যান্ডিবডি (জীবাণু প্রতিরোধকারী উপাদান) খুঁজে পেয়েছেন, যা করোনাজনিত কোভিড-১৯ রোগীকে সুস্থ করে তুলতে সক্ষম। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম সান এ খবর জানিয়েছে।

ওই গবেষকদের দাবি সত্যি প্রমাণিত হলে করোনার কার্যকর প্রতিষেধক তৈরির পথ আরও সুগম হবে। বাড়িতে বসেই করোনায় আক্রান্ত কিনা, তা পরীক্ষা করা সম্ভব হবে। তাতে অনেক মূল্যবান সময় বেঁচে যাবে।

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের ওষুধ আবিষ্কারে চিকিৎসাবিজ্ঞান সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়েও যখন অনেকটাই ব্যর্থ, তখন এই রোগের কার্যকর ওষুধ উদ্ভাবনের দাবি করেছে কিউবা।

ইন্টারফেরন আলফা টু-বি নামের একটি ওষুধ উদ্ভাবন করেছে কিউবার চিকিৎসকরা, যেটিকে করোনাভাইরাস নিরাময়কারী হিসেবে দাবি তাদের।

এই ওষুধ সেবনের ফলে ১৫০০ রোগী সুস্থ হয়ে উঠেছেন বলে দাবি দেশটির।

কিউবার ফার্মাসিউটিক্যাল সংস্থা বায়োকিউবা ফার্মা গ্রুপের প্রেসিডেন্ট এডুয়ার্ডো মার্টিনেজ শুক্রবার এক সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি করেন।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, ‘আলফা টু-বি’ ওষুধ প্রয়োগ করে এক হাজার পাঁচশরও বেশি রোগীকে সুস্থ করে তুলেছেন তারা। করোনাভাইরাস প্রতিরোধে চীনের জাতীয় স্বাস্থ্য কমিশনের নির্বাচিত ৩০টি ওষুধের মধ্যে এটি অন্যতম। এই ওষুধ এখন বিশ্বব্যাপী সরবরাহ করা হবে বলেও জানানো হয়েছে।

কিউবায় উদ্ভাবিত ওষুধটি চীনের জিলিনপ্রদেশে অবস্থিত চ্যাংচুন হেবার বায়োলজিক্যাল টেকনোলজিতে উৎপাদন করা হয়। দুদেশের মধ্যে এক চুক্তির অংশ হিসেবে এটি যৌথ উদ্যোগে উৎপাদিত হচ্ছে।

এডুয়ার্ডো মার্টিনেজ জানান, করোনভাইরাস প্রাদুর্ভাবের মোকাবেলায় ২২টি ওষুধ উদ্ভাবন করেছে কিউবা। এই ওষুধ কয়েক হাজার মানুষের চিকিৎসাসেবা দেয়ার জন্য প্রাথমিকভাবে তৈরি করা হয়েছে। এ উৎপাদন আরও বাড়ানোর বিষয়ে তারা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বলেও সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়।

তিনি বলেন, করোনা মোকাবেলার ওষুধ সরবরাহ করার জন্য অনেক দেশ অনুরোধ করছে। আমরা ওষুধ সরবরাহ করব। কারণ আমাদের প্রয়োজনীয় সামর্থ্য রয়েছে। এতে দেশে ওষুধ সংকটে পড়বে না।

এদিকে ভারতের রাজস্থান রাজ্যের জয়পুরে সাবাই মান সিং হাসপাতালের চিকিৎসকরা কোভিড-১৯ রোগাক্রান্তদের ওপর এইচআইভি (এইডস), সোয়াইন ফ্লু ও ম্যালেরিয়া চিকিৎসায় ব্যবহৃত ওষুধের সমন্বিত প্রয়োগ করছেন। এতে সফলতা পেয়েছেন বলেও দাবি তাদের।

এ ছাড়া কোভিড-১৯ পরীক্ষার সহজ ও স্বল্পমূল্যের পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে বলে দাবি করেছে বাংলাদেশের গণস্বাস্থ্যকেন্দ্র। তারা বলছেন, এ পদ্ধতিতে ৫ থেকে ১৫ মিনিটের মধ্যে অত্যন্ত স্বল্পমূল্যে করোনাভাইরাস শনাক্ত করা যাবে। আগামী এক মাসের মধ্যে এই কিট বাজারে আসছে, যার দাম হবে সর্বোচ্চ ৩৫০ টাকা।

যুক্তরাষ্ট্রের ক্লিভল্যান্ড ক্লিনিকে আট ঘণ্টার মধ্যে করোনা

শনাক্তকরণ পরীক্ষার ফল দেয়ার প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। অবশ্য ওই প্রযুক্তি নিয়ে আরও কিছুটা পরীক্ষা- নিরীক্ষা প্রয়োজন।

জাপানের তাকেদা ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি জানিয়েছে, তারা করোনা থেকে সুস্থ হয়ে ওঠা ব্যক্তিদের রক্তের প্লাজমা নিয়ে করোনার ওষুধ তৈরি করতে কাজ করছে। আর কানাডার অন্টারিওর গবেষকরা করোনাভাইরাসটির প্রতিরূপ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন, যা ভাইরাসটির শনাক্তকরণ পরীক্ষায় অসামান্য অবদান রাখবে বলে মনে করা হচ্ছে।

আরেকটি ইতিবাচক খবর হলো, যুক্তরাজ্যের নথ্য মিডলসেক্স হাসপাতালে করোনায় আক্রান্ত এক নবজাতক সম্পূর্ণ ‘বিপদমুক্ত’ বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে। আর নভেল করোনাভাইরাসের সূতিকাগার চীনের উহান শহরে ঝ্যাং গুয়াংফেন নামের ১০৩ বছর বয়সী এক নারী আক্রান্ত হওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যেই চিকিৎসা নিয়ে সুস্থ হয়ে উঠেছেন বেশ কিছু দিন আগেই।

ভারতের নয়াদিল্লিতে করোনায় আক্রান্ত প্রথম ব্যক্তি হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়ে সেরে উঠেছেন রোগ থেকে।

বাংলাদেশেও প্রথম যে তিন ব্যক্তি করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন তারা সুস্থ হয়ে উঠেছেন বলে দাবি করেছে সরকার।

বার্তা সংস্থা বিএনও নিউজের খবরে বলা হয়েছে, করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে বিশ্বে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০ হাজার ১৭৮ জনে। আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২ লাখ ৪৬ হাজার ৭২২ জনে। এ ছাড়া সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৮৬ হাজার ৫৪ জন। এরই মধ্যে বিশ্বের ১৭৬ দেশে ছড়িয়ে পড়েছে করোনাভাইরাস।

সুত্র-যুগান্তর

গাংনীতে করোনা প্রতিরোধে

জনসচেতনতামূলক প্রচারণা অভিযান ও লবন বিতরণ

করোনা প্রতিরোধে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এম.এ খালেক এর উদ্যোগে জনসচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ ও তার সাথে সাথে চায়ের দোকান মালিকদের মাঝে লবণ বিতরণ করেছেন।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে গাংনী উপজেলা শহরের প্রায় সবগুলো দোকান এবং জনগণের মাঝে জনসচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করেন।
এ সময় তিনি চা দোকানিদেরকে ফ্রিতে লবণ বিতরণকালে বলেন, করোনা ভাইরাস এর সময় যদি খরিদ্দারদের চা দেওয়ার আগে গরম পানির সাথে লবণ দিয়ে গড়গড়া করালে করোনা থেকে মুক্ত থাকা যায়।

এসময় উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোস্তফা, কাউন্সিলর মিজানুর রহমান, বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক আহসান উল্লাহ মহন, উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি তৌহিদুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব হোসেনসহ স্থানীয় আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতা কর্মীবৃন্দ।

কোটচাঁদপুরে হোম কোয়ারেন্টাইন না মানায় ২০ হাজার ও চাউল ব্যবসায়ীকে ১৩ হাজার টাকা জরিমানা

বিশ্বজুড়ে প্রতিদিনই করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হচ্ছে। অপরদিকে মারা গেছে হাজার হাজার আক্রান্ত রোগী। বিশ্বে ১৭৩ টি দেশ ও অঞ্চলে করোনার প্রকোপ ছড়িয়ে পড়েছে। কভিড-১৯ করোনাভাইরাস প্রতিরোধে বিদেশ ফেরত প্রবাসীদের ১৪ দিন হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকতে নির্দেশনা রয়েছে। কিন্তু অনেকেই হোম কোয়ারেন্টাইন নিয়ম মানছেন

না তাদেরকে আর্থিক দন্ড দিচ্ছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে হোম কোয়ারেন্টাইন না মানায় পৌর শহরের সলেমানপুর দাশ পাড়ার মো: মনিরুদ্দিনের ছেলে সিঙ্গাপুর প্রবাসী মো: মিন্টুকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে উপজেলা প্রশাসনের ভ্রাম্যমাণ আদালত।

অপরদিকে করোনার অজুহাতে এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ীরা অধিক লাভের আসায় অতিরিক্ত মূল্যে চাউল বিক্রি করছে। এমন অভিযোগের ভিত্তিতে মেইন বাজারের চাউল ব্যবসায়ী দীপংকর অধিকারী কে পাটজাত দ্রব্য ব্যবহার আইন-২০১০ এর ১৪ ধারা ও ভোক্তা অধিকার আইন-২০০৯ এর ৩৯/৪০ ধারায় ১০ হাজার ও রতন কুমার সাহাকে ভোক্তা অধিকার আইনে ৩ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

বৃহস্পতিবার দুপুরে শহরের দাশ পাড়ায় ও দোকানে ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযান পরিচালনা করে এই জরিমানা আদায় করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নাজনীন সুলতানা।

গত ১৫ তারিখে দেশে প্রবেশ করে কোটচাঁদপুুরে নিজ বাড়িতে আসেন মো: মিন্টু (৩৫)। বাসায় না থেকে জনসম্মুখে অবস্থান করায় তাকে ২০ হাজার এবং দুই চাউল ব্যবসায়ীকে ১৩ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

বিদেশ ফেরত সবাইকে ১৪ দিন হোম কোয়ারেন্টাইন মেনে চলার নির্দেশ দেন নির্বাহী অফিসার নাজনীন সুলতানা।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ মাহবুবুল আলম, উপজেলা সার্টিফিকেট সহকারি আল-মামুন প্রমুখ।

চুয়াডাঙ্গায় ইতালী ফেরত যুবকের করোনা সনাক্ত

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের আইসোলেশনের থাকা ইতালী ফেরত যুবক করোনা ভাইরাস আক্রান্ত বলে ঘোষণা দিয়েছে স্বাস্থ্য বিভাগ।

বৃহস্পতিবার বেলা ২টায় চুয়াডাঙ্গার সিভিল সার্জন ডা. এএসএম মারুফ হাসান সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে এ ঘোষণা দেন। তরে আক্রান্ত যুবক ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় না থাকায় তাকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালেই রেখে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে বলেও জানান তিনি। আক্রান্ত যুবক ছাড়াও জেলার সন্দেভাজন ৮৩ জনকে হোম কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে বলে জানানো হয়।

চুয়াডাঙ্গার সিভিল সার্জন ডা. এএসএম মারুফ হাসান জানান, ইতালী ফেরত যুবক গত ১২ মার্চ বাড়িতে আসেন। এরপর তিনি সর্দি, কাশি, গলাব্যাথা ও জ¦রে আক্রান্ত হন। বিষয়টি জানার পর তাকে সদর হাসপাতালের আইসোলেশন নিয়ে আসা হয়। গত ১৬ মার্চ আইইডিসিআর’র প্রতিনিধিদল চুয়াডাঙ্গায় এসে ইতালী ফেরত যুবকের সোয়াব সংগ্রহ করে ঢাকা নিয়ে যায়। সেখানে পরীক্ষা করে তার দেহে করোনা ভাইরাসের উপস্থিতি নিশ্চিত করে আইইডিসিআর।

এক প্রশ্নের জবাবে সিভিল সার্জন বলেন, আক্রান্ত যুবকের অবস্থা সংকটাপন্ন না হওয়ায় আপাতত তাকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের আইসোলেশনে রেখে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে। তার সুস্থ হলে আবারও তাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তাকে বাড়িতে পাঠানো হবে।

মেপ্র/ইএম

গাংনীতে প্রবাসীদের হোম কোয়ারেন্টাইন নিশ্চিত করতে অভিযান

মেহেরপুরের গাংনীতে প্রবাস ফেরতদের হোম কোয়ারেন্টাইন নিশ্চিত করতে তাদের বাড়িতে গিয়ে সচেতনতামুলক অভিযান চালিয়েছে গাংনী উপজেলা প্রশাসন।

বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দিলারা রহমান করোনা ভাইরাস রোগী চিহ্নিত ও এর বিস্তার এলাকায় ছড়িয়ে পড়তে না

পারে সে জন্য মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার পৌরসভার মালসাদহ গ্রামে এবং বামুন্দির নিশিপুর স্কুলপাড়ায় জরুরী অভিযান চালান। তাদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করেন। এ সময় গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ কর্মকর্তা ডাঃ রিয়াজুল আলমসহ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা এবং গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম উপস্থিত ছিলেন।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জানান, এ ভাইরাস থেকে মুক্তি ও জনগনকে রক্ষা পাওয়ার জন্য হোম কোয়ারেন্টাইন পালনের সরকারী নির্দেশ রয়েছে। তারপরও অনেকে ১৪ দিনের এ হোম কোয়ারেন্টাইন পালন করছেন না। এমন অভিযোগের ভিত্তিতে গাংনী উপজেলা প্রশাসন মাঠে নেমেছেন এবং অভিযান পরিচালনা করছেন এবং এ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

অভিযানে বিভিন্ন এলাকায় করোনা প্রতিরোধে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত লিফলেট বিতরণ করা হয়। যে কোন সমস্যার কথা জানাতে হটলাইন নাম্বার দেয়া হয়েছে যাতে চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে চিকিৎসকদের সাথে সরাসরি কথা বলতে পারে সকল শ্রেনীপেশার মানুষ।

মেপ্র/ইএম

২৪ ঘণ্টায় নতুন করে ৩ জন করোনায় আক্রান্ত

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে তিনজন প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। সবমিলিয়ে ১৭ জন কভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। গতকাল পর্যন্ত এই সংখ্যা ছিল ১৪ জনে।

বৃহস্পতিবার দুপুরের স্বাস্থ্য অধিদফতরের মহাপরিচালক ডা. আবুল কালাম আজাদ করোনাভাইরাস নিয়ে সবশেষ পরিস্থিতি নিয়ে সংবাদ ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানিয়েছেন।

সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, কভিড-১৯ ভাইরাতে আক্রান্তদের মধ্যে গত ২৪ ঘণ্টায় এবং এ পর্যন্ত একজন ব্যক্তি মারা গেছেন।

তিনি বলেন, নতুন করে যে তিন জন আক্রান্ত হয়েছেন, তাদের মধ্যে একজন তরুণী, যার বয়স ২২ বছর। ৬৫ বছর বয়সী একজন পুরুষ ও ৩২ বছর বয়সী এক যুবক রয়েছেন। তারা ইতালিফেরত ব্যক্তির সংস্পর্ষে এসে এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন।

নতুন আক্রান্ত তিনজনই স্থানীয়ভাবে সংক্রমিত হয়েছেন। আর তারা একই পরিবারের সদস্য বলে জানান ডা. আজাদ।

এ ঘটনাকে খুবই উদ্বেগের আখ্যায়িত করে এই অধ্যাপক বলেন, আক্রান্ত নারীর মধ্যে এখনও কোনো লক্ষণ নেই। মৃদু লক্ষণ দেখেই তাকে পরীক্ষা করা হয়েছে। এখন তিনি কোয়ারেন্টাইনে আছেন।

আক্রান্ত দুই পুরুষের শরীরে জ্বর আছে জানিয়ে তিনি বলেন, তারা এখন হাসপাতালে।

সুত্র-যুগান্তর

যেভাবে দাফন হবে করোনায় প্রথম মৃত ব্যক্তির

দেশে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রথম এক ব্যক্তি মারা গেছেন। বুধবার বিকেলে মহাখালীতে রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর) পরিচালক অধ্যাপক ডা. মীরজাদী সেব্রিনা ফ্লোরা সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান।

আইইডিসিআর পরিচালক বলেন, অতি দুঃখের সঙ্গে বলছি, করোনায় আক্রান্ত একজন মারা গেছেন। আমরা তাঁর আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। ওই ব্যক্তির বয়স ছিল ৭০ বছরের ওপরে এবং তিনি ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপ, কিডনিসহ আরো বিভিন্ন সমস্যায় ভুগছিলেন।

তিনি বলেন, এই রোগী একজন ইতালি ফেরত ব্যক্তির মাধ্যমে আক্রান্ত হয়েছিলেন। দশজন আক্রান্ত ব্যক্তির মধ্যে তিনি একজন। গতকাল তাঁর অবস্থা ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। আজ সকালে তিনি মারা গেছেন। তিনি জানান মৃত এই ব্যক্তিকে দাফন করা হবে। সূত্র- পূর্বপশ্চিম

মীরজাদী সেব্রিনা ফ্লোরা বলেন, করোনায় মৃত এই ব্যক্তির দাফন হবে ‘বিশেষ প্রক্রিয়ার’ মধ্যদিয়ে। আইইডিসিআর কর্তৃপক্ষ নিজেরাই প্যাকেট করে দেবেন এবং পরিবহনের ব্যবস্থাও করবে। মৃত ব্যক্তির লাশ প্যাকেট করার আগে আমরাই ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী, গোসল করিয়ে দেব। এরপর কাফনের কাপড় পড়িয়ে প্যাকেট করা হবে। সেই প্যাকেট কোনও অবস্থাতেই কেউ খুলতে পারবে না। প্যাকেট খুলে আত্বীয়-স্বজন লাশের মুখ দেখার সুযোগ নেই।

ফ্লোরা বলেন, লাশ প্যাকেট করার পর তা খোলা হলে করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকবে। এতে বড় ধরনের ক্ষতি হতে পারে। তাই যেভাবে আমরা প্যাকেট করে দেবো সেভাবে আমাদের লোক দিয়ে আমাদের ব্যবস্থাপনায় কবর দেওয়া হবে।

মৃত এই ব্যক্তির জানাজায় অংশ নিতে বাধা নেই জানিয়ে তিনি বলেন, স্বাভাবিক ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী, একজন মৃত ব্যক্তির জন্য যে ধরনের জানাজার প্রয়োজন হয় তাতে অংশ নিতে কোনো বাধা নেই। লাশ সামনে রেখে জানাজা পড়া যাবে এবং তাতে অংশ নেওয়া যাবে।

আইইডিসিআরের পরিচালক মীরজাদী সেব্রিনা ফ্লোরা বলেন, দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে আরও চারজন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে। এদের মধ্যে একজন নারী, তিনজন পুরুষ। দুইজন ইতালি থেকে এবং একজন কুয়েত থেকে এসেছে। এছাড়া একজন ইতালি থেকে আসা একজনের মাধ্যমে আক্রান্ত হয়েছে। দেশে মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৪ জন।

করোনাভাইরাস আক্রান্ত কোনো দেশ থেকে বাংলাদেশে ফিরে এলে ১৪দিন হোম কোয়ারেন্টিন করতেই হবে। সেই নির্দেশনা না মানলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে বলেও জানান তিনি।

করোনায় আক্রান্ত হয়ে বাংলাদেশে ১ জনের মৃত্যু

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রথমবারের মতো এক বাংলাদেশির মুত্যুর হয়েছে। নতুন করে আরও চারজন করোনারোগী শনাক্ত করা

হয়েছে। বুধবার বিকালে এক সংবাদ সম্মেলনে এই তথ্য জানিয়েছেন আইইডিসিআরের পরিচালক ডা. সেব্রিনা ফ্লোরা।

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে বাংলাদেশে এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে। এমন তথ্য জানিয়েছে রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা বিভাগ (আইইডিসিআর)।

বুধবার বিকালে এক সংবাদসম্মেলনে বিভাগটির পরিচালক ডা. মীরজাদী সেব্রিনা ফ্লোরা বলেন, এছাড়া নতুন চারজন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে। নতুন আক্রান্ত চারজনের একজন নারী ও তিনজন পুরুষ বলে তিনি জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, যিনি মারা গেছেন, তার বয়স ৭০ বছরের ওপরে। তিনি হাসপাতালে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) ছিলেন।

‘তিনি নানা শারিরীক জটিলতায় ভুগছিলেন। তার কিডনি রোগ, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, ফুসফুসে সমস্যা এবং হার্টের অসুখ ছিল। হার্ট সমস্যার কারণে সম্প্রতি তার স্টেনটিং বা রিং পরানো হয়।’

গত ৮ মার্চ বাংলাদেশে প্রথম করোনাভাইরাস আক্রান্ত ব্যক্তি শনাক্ত হয়। তখন তিনজন করোনাভাইরাস আক্রান্ত শনাক্ত হওয়ার তথ্য জানায় আইইডিসিআর।

এরপর ১৪ মার্চ শনিবার রাতে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক আরো দুজনের মধ্যে করোনাভাইরাস শনাক্ত হওয়ার তথ্য জানান। এরপরে আরও তিনজনের করোনা শনাক্ত হওয়ার তথ্য জানায় আইইডিসিআর।

সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, ২৪ ঘণ্টায় আরও ৪৯জনের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। এ পর্যন্ত মোট ৩৪১জনের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। সন্দেহজনক আরও ১৬জনকে কোয়ারেন্টিনে নেয়া হয়েছে।

কুষ্টিয়ায় করোনা ভাইরাস

সচেতনতায় মৌবনের উদ্যোগে ফেষ্টুন বিতরন

করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত জনসচেতনতার লক্ষ্যে কুষ্টিয়ার বিভিন্ন এলাকায় ফেষ্টুন ও লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে।

কুষ্টিয়ার বিশ্বস্ত খাবার প্রতিষ্ঠান মৌবনের উদ্যোগে করোনা ভাইরাস সতর্কতা ও জনসচেতনতার জন্য এসব লিফলেট ও ফেষ্টুন বিতরন করা হয়।

বুধবার সকালে মৌবনের সামনে থেকে শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন পয়েন্টে এসব বিতরণ কার্যক্রম শুরু হয়।

করোনা ভাইরাস সতর্কতা ও জনসচেতনতার জন্য ‘নিজে সচেতন হই, অন্যকেও সচেতনতায় উদ্বুদ্ধ করি’ লিফলেট বিতরন করা হয়।

মৌবনের জেনারেল ম্যানেজার মোশাররাফুল হক বকুল বলেন, করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত থেকে সর্তক করার জন্য প্রয়োজন জনসচেতনতা। এ রোগ থেকে বাঁচতে কি কি করা দরকার যা লিফলেট ও ফেষ্টনের মাধ্যমে আমি সচেতন করছি এবং হাঁচি-কাশির মাধ্যেমে এ ভাইরাসটি ছড়ায় এজন্য সবাইকে সচেতন অবস্থায় চলাচল করতে হবে।

শহরের বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন মোড়ে ও অটোচালক, রিক্সাচালকসহ সাধারন মানুষের হাতে লিফলেট ও ফেষ্টুন তুলে দেওয়া হয়।

এসময় সাফের নির্বাহী পরিচালক মীর আব্দুর রাজ্জাক, সাংবাদিক এস এম জামালসহ সামাজিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন